

বিএনএফ হতে পিঠা তৈরির উপকরণ এবং মোবাইল ও টিভি মেরামতের সহায়তা পেয়ে আর্থিক দৈন্যতা লাঘব হয়েছে হতদরিদ্রদের



পিঠা বিক্রি করছেন শেফালী বেগম

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে পিঠা তৈরির বিভিন্ন উপকরণ পেয়ে মানিকগঞ্জ জেলার শেফালী বেগম (৪৫) সাভারে পিঠা বিক্রি করে থাকেন। পিঠা বিক্রি করে তিনি দিনে কয়েকশত টাকা আয় করে থাকেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ঢাকার সাভারের সহযোগী সংস্থা ‘ভিলেজ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (ভাস্‌ড)’ ২০১৯ সালে জানুয়ারি মাসে প্রতিবন্ধী, দুঃস্থ ও হতদরিদ্র ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা প্রদান কর্মসূচির আওতায় বিএনএফ হতে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান পায়। এ অনুদানের অর্থে ২৩ জন উপকারভোগীর সেলাই মেশিন, ইলেকট্রিক মেকার, মোবাইল সার্ভিসিং, মুদি ব্যবসা, পিঠা তৈরি ও বিক্রি, আচার তৈরি ও বিক্রি, দই প্রস্তুত ও বিক্রি, কাপড়ের ব্যবসা, ওয়েস্টিং ও সেলুন ব্যবসায় সহায়তা করা হয়। প্রত্যেক উপকারভোগীকে ক্ষেত্র ভেদে ৬ থেকে ১৫ হাজার টাকার উপকরণ প্রদান করা হয়। বিএনএফ হতে উপকরণ পেয়ে যার যার মত ব্যবসা শুরু করেন।

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার ভাটিরচর গ্রামের সোনা মিয়ার সাথে শেফালী বেগমের বিয়ে হয়। বিয়ের পরে তাঁদের সংসার ভালোভাবেই কাটতে থাকে। বিয়ের দুবছর পরে একটি ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। নাম রাখেন জামাল। ছেলের জন্মের ৬ (ছয়) মাস পরে স্বামী সোনা মিয়া হঠাৎ স্ট্রোকে মারা যান। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে কঠিন সমস্যার মধ্যে পতিত হন শেফালী বেগম। সে থেকে আর্থিক অভাবের কারণে কাজের সন্ধানে কোলের শিশুকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন এবং ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার সাভার পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের আড়াপাড়ায় একটি বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেন। এরপর বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে অনেক কষ্টে চলতে থাকেন। অভাবের কারণে ছেলেকে পড়াশুনা করাতে পারেননি। এখন ছেলের বয়স পঁচিশ বছর। ছেলে রিক্সা চালায়। ছেলে বিবাহিত এবং তারও ১ ছেলে। বর্তমানে ছেলে রিক্সা চালিয়ে যে আয় করে তা দিয়ে তাদের সংসার চালানো খুব কষ্টকর। সঠিক সময়ে বাড়ি ভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওয়ালা অনেক সমস্যা করে থাকেন।

পিঠা তৈরি করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতে থাকেন শেফালী বেগম। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি তা করতে পারেননি। ভাসড-এর প্রতিনিধির সাথে শেফালী বেগমের দেখা হলে তিনি তাঁর সমস্যা ও ইচ্ছার কথা জানান। ভাসড তাঁর কথা শুনে তাঁকে উপকারভোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে তাঁকে ৭ হাজার টাকার পিঠা তৈরির উপকরণ যেমন, আতপ চাল, কালোজিরা, সরিষা, শুকনা মরিচ, শুটকিমাছ, ইত্যাদি দেওয়া হয়। পিঠা তৈরির উপকরণ পেয়ে শেফালী বেগম সাভারে পিঠা তৈরি করে বিক্রি করা শুরু করেন। প্রতিদিন তিনি কয়েকশত টাকার পিঠা বিক্রি করে থাকেন। এতে তাঁর ভালোই লাভ হতে থাকে। তিনি এখন আগের তুলনায় আর্থিকভাবে বেশ ভালোই আছেন।

প্রতিবন্ধী, দুঃস্থ ও হতদরিদ্র ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা প্রদান কর্মসূচির আওতায় ফেনী জেলার দাগন ভূঁইয়া গ্রামের জনাব মোঃ আনোয়ার জাবেদকে (৩৯) মোবাইল ও টিভি মেরামতের জন্য ১০ হাজার টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়।

হালুয়াঘাটের গারোদের তাঁত মেশিন ও সূতা সহায়তায় বিএনএফ



বিএনএফ হতে প্রাপ্ত তাঁত মেশিন দিয়ে কাপড় বুনছেন লেটিনা চিছাম

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট সীমান্তবর্তী ও অবহেলিত এলাকা। এ এলাকায় হতদরিদ্র গারো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বাস। গারো মহিলাদের দক বান্দা, দক শাড়ি, ওড়না ও গামছা পরিধান ঐতিহ্যবাহী পোশাক। তাঁদের অধিকাংশের কোন আবাদি জমি নেই এবং তেমন কোন কর্মসংস্থানের সুযোগও নেই। বছরে ২/৩ মাস কায়িক শ্রম বিক্রি করার সুযোগ থাকে এবং ৮/৯ মাস তাঁদের কোন কাজ থাকে না। এখানকার গারোরা খুবই মানবতের জীবনযাপন করে থাকেন। কর্জ ও ঋণ এবং অগ্রীম শ্রম বিক্রি করে শ্রমের টাকা নিয়ে কোনো রকম জীবনযাপন করে থাকেন। গারো সম্প্রদায়কে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ‘তাঁত শিল্পের মাধ্যমে দরিদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (গারো) মহিলাদের আয়বর্ধক কর্মসূচি’ গ্রহণ করা হয়।

এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ময়মনসিংহ জেলার আদর্শ সমাজ উন্নয়ন সংস্থাকে ২০১৭ সালের ৯ম পর্যায়ে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছিল। সংস্থাটি হালুয়াঘাট উপজেলার ৫নং গাজিরভিটা ইউনিয়নের নামছাপাড়া গ্রামের ৭ জন হতদরিদ্রের প্রত্যেককে ১৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি তাঁত মেশিন ও ৮,৪০০/- টাকা মূল্যের ২৪ কেজি সূতা প্রদান করা হয়।

সাত উপকারভোগীর একজন নামছাপাড়া গ্রামের সুজয় রিছিল ও উর্মিলা চিছাম-এর কন্যা লেটিনা চিছাম। তাঁদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬। তাঁর পিতা বছরে ২/৩ মাস কায়িক পরিশ্রম করে যে আয় করতেন তা দিয়ে সংসার চালাতেন। বছরের অবশিষ্ট সময় কাজ না থাকায় ঋণ ও ধার করে এবং অগ্রিম শ্রম বিক্রি করে মানবেতর জীবনযাপন করতেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে লেটিনা চিছামকে ১টি তাঁত মেশিন ও ২৪ কেজি সূতা প্রদান করায় তিনি এখন দৈনিক ২/৩টি দক বান্দা, দক শাড়ী, ওড়না ও গামছা তৈরি করে ৬-৭ শত টাকা উপার্জন করে থাকেন। এতে নিজের পরিবারের কাপড়ের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত কাপড় বিক্রি করে এখন সংসার পরিচালনা করছে। বিএনএফ হতে সহযোগিতা করার ফলে তাঁর পরিবারের কষ্ট অনেকটাই লাঘব হয়েছে। এভাবে ৭টি পরিবারের সকলেরই সারা বছর কাজ করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দুটি ছাগল সফলতার পথ দেখিয়েছে মনিরামপুরের ময়না খাতুনের

হতদরিদ্রদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির আওতায় যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার বাঁপা বাওড় এলাকার মোবারকপুর, মানিকগঞ্জ ও হানুয়ার গ্রামে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩৪টি পরিবারের প্রত্যেককে বিনামূল্যে ২টি করে মা ছাগল প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে হতদরিদ্রদের উন্নয়নে ছাগল পালনের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০১৮ সালে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করা হয়। বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার বাঁপা বাওড় এলাকার হতদরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে ৩৪টি পরিবারের ৩৪ জনের প্রত্যেককে ২টি করে মা ছাগল প্রদান করা হয়। বিনামূল্যে ছাগল প্রদান কর্মসূচি এলাকায় বেশ প্রশংসিত হয়েছে এবং এধরনের কাজ বেশি বেশি গ্রহণের জন্য এলাকাবাসী সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে অনুরোধ জানান।



ময়না খাতুন ও তাঁর ছাগল

৩৪ জন উপকারভোগীর মোবারকপুর গ্রামের একজন জনাব মোঃ অমেদ আলীর স্ত্রী জনাব ময়না খাতুন (৪০)। তিনি গৃহিনী। তাঁদের দুই মেয়ে। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ছোট মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তাঁর স্বামী একজন প্রান্তিক কৃষক। সামান্য কৃষি জমিতে চাষ করে পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ হয় না। তারপরও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ফলে সংসারে অভাব লেগেই থাকে। একারণে মেয়ের লেখাপড়া ও

সংসারের ব্যয় মেটাতে বিভিন্নভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ায় দিশেহারা ময়না খাতুন ও তাঁর স্বামী। প্রয়োজনে এখন কেউ তাঁদের আর ঋণ দিতে চায় না। ময়না খাতুন ভাবতে থাকে নিজে কোন কাজ করে সংসারে সচ্ছলতা আনতে স্বামীকে সহায়তা করবেন। কিন্তু কী কাজ করবেন, কোথায় অর্থ পাবেন ভেবে কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ঝাঁপা বাওড় এলাকায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ছাগল পালনের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জরিপ করতে গিয়ে এ পরিবারের বিষয়ে জানতে পেরে তাঁদের বাড়িতে যান এবং ময়না খাতুনের সাথে পারিবারিক আবস্থা, আয়ের উৎস সম্পর্কে এবং কী পরিমাণ সম্পদ আছে, ইত্যাদি বিষয়ে জানার পর তাঁর স্বামীর সাথেও আলোচনা করেন।



বিএনএফ হতে প্রাপ্ত ছাগলের আয় হতে ক্রয়কৃত তিত মুরগি পালন করছেন ময়না খাতুন

ময়না খাতুনের পারিবারিক সচ্ছলতা আনতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ছাগল পালনের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে তাঁকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে এবং ৭ হাজার টাকায় ছাগল রাখার ঘরসহ দেশী জাতের দুটি মা ছাগল কিনে দেওয়া হয়। ময়না খাতুন ছাগল দুটি যত্নসহকারে লালন পালন করতে থাকেন। এক বছর পর ঐ ছাগল থেকে দুইবারে ছয়টি বাচ্চা হয়। ছাগল বড় হলে চারটি ছাগল বিক্রি করে সংসারের কাজে খরচ করেন এবং কিছু টাকা দিয়ে তিত জাতের মুরগি ক্রয় করেন। বর্তমানে তাঁর তিত মুরগির অনেক বাচ্চা হয়েছে। ৮-১০ মাস বয়স হলে প্রতিটি মুরগি ১০০০-১২০০ টাকায় বিক্রয় করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এভাবে মেয়ের লেখা-পড়ার খরচ ও কিছু টাকা সঞ্চয় করতে থাকেন। ধীরে ধীরে সংসারেও সচ্ছলতা ফিরতে থাকে। পরিবারে ময়না খাতুনের অংশীদারিত্ব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনই প্রতিবেশীরাও তাঁর কাছে আসে ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। ময়না বেগমের এ সফলতা দেখে অনেকে ছাগল পালনে উৎসাহিত হয়েছেন। তিনি এখন ছাগলের পাশাপাশি মুরগি পালনের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চান এবং মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা তাঁদের এখন মূল পরিকল্পনা।

বিএনএফ হতে বিনামূল্যে একটি বকনা গরু পেয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইনের ভূমিহীন তাহের মিয়া লক্ষ টাকার মালিক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে ‘এসোসিয়েশন ফর রুরাল পুওর (আর্প)’ ২০১৬ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের ধুবাজুড়া গ্রামের ভূমিহীন দিনমজুর তাহের মিয়াকে ২০ হাজার ৫ শত টাকা মূল্যের একটি বকনা গরু প্রদান করা হয়। তাহের মিয়া সে বকনা গরু হতে পর্যায়ক্রমে ২টি বাছুর পান। বর্তমানে ৩টি গরুর মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে ‘এসোসিয়েশন ফর রুরাল পুওর (আর্প)’ কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের ধুবাজুড়া, খলাপাড়া, ভরা, চমকপুর ও মালিউন্দ গ্রামের ১০টি ভূমিহীন ও হতদরিদ্র পরিবারকে গড়ে ২০ হাজার ৫ শত টাকা মূল্যের ১০টি গরু প্রদান করা হয়।



নিজের গরুর সাথে জনাব তাহের মিয়া

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের ধুবাজুড়া গ্রামের জনাব তাহের মিয়া একজন ভূমিহীন দিনমজুর। তাঁর নিজের বসত-ভিটা পর্যন্ত নেই। অন্যের জমিতে বসবাস করে থাকেন। তাঁর ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে। দিনমজুরই তার একমাত্র আয়ের পথ। আর্থিক সমস্যার কারণে দুই মেয়েকে লেখাপড়া না করিয়ে অল্প বয়সে বিয়ে দেন। তিন ছেলের মধ্যে মেজ ছেলেটি এ বৎসর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। বাকী দুই ছেলে ও এক মেয়ে অভাবের কারণে লেখাপড়া করে না। জনাব তাহের মিয়ার স্ত্রী সুযোগ পেলে অন্যের বাড়িতে কাজ করে থাকেন। এভাবে কোন রকম কষ্টে জীবনযাপন করতেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা ‘এসোসিয়েশন ফর রুরাল পুওর (আর্প)’ জনাব তাহের মিয়াকে উপকারভোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত দারিদ্র বিমোচনে গাভি পালন প্রকল্পের আওতায় ‘আর্প’ ২০১৬ সালে তাহের মিয়াকে গাভী পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে বিনামূল্যে একটি বকনা গরু প্রদান করা হয়। গাভিটি প্রথম বারে ১টি ও দ্বিতীয় বারে আরো ১টি বকনা বাছুর হয়। এ গাভি হতে প্রতিদিন ২-৩ কেজি দুধ পায়। দুধ বাজারে বিক্রি করে দৈনিক ১০০-১৫০ টাকা পর্যন্ত আয় হয় এবং কিছু দুধ নিজের খেয়ে থাকেন। দুধ বিক্রি করে সংসারে আস্তে আস্তে সচ্ছলতা ফিরে আসতে থাকে।

পরবর্তীতে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া ছোট ছেলে ও ছোট মেয়েকে পুনরায় স্কুলে পাঠান! বর্তমানে ছোট ছেলে পঞ্চম শ্রেণিতে ও ছোট মেয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে। বর্তমানে গাভির বাজার মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা। প্রথম বাচ্চাটির মূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয়টির মূল্য প্রায় ২০ হাজার টাকা। তিনটি গরু হতে যে পরিমাণ বর্জ্য পায় তা দিয়ে সারা বৎসরে পরিবারের জ্বালানী কাজ চলে যায়। এভাবে তাহের মিয়া দারিদ্র্য বিমোচন করে তার সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখছেন।

বিএনএফ এর সহায়তায় ব্যবসার সুযোগ পেয়ে কল্লনা রাণী তাঁর পরিবারের হাল ধরেছেন

সত্যি, সামান্য হলেও অবাকের ব্যাপার হলো স্বামী রনজিৎ চন্দ্র বড়াইকের পরিবারে তাঁর স্ত্রী কল্লনা রাণীর নেতৃত্ব বর্তমানে প্রাধান্য পাচ্ছে। এটা সমতল আদিবাসী পরিবারের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় একটুখানি ব্যতিক্রম বটে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ে নারী পুরুষ একত্রে উপার্জনকারী শ্রমজীবী হলেও সাধারণত পুরুষ প্রধান প্রথাই পরিবারে প্রতিষ্ঠিত যা আমাদের বৃহত্তর সমাজের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাংসারিক কাজকর্মে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অধিক সক্রিয় থাকার ফলে কল্লনা রাণীর এতোদিনে পরিবারে তাঁর নিজস্ব একটা জায়গা করে নিতে পেরেছেন। মূলত ফাউন্ডেশন প্রদত্ত আর্থিক সহায়তায় মুদি ব্যবসার হাল ধরার জন্য তাঁর এ অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে।



মুদি দোকানে ব্যবসা করছেন কল্লনা রাণী

সিরাজগঞ্জ জেলাধীন তাড়াশ উপজেলার মাধাইনগর সনগৈ দীঘির অধিবাসী কল্লনার পরিবারে মোট সদস্য ৯ জন। কয়েক বছর পূর্বেও তাঁদের পরিবারে ছিল চরম দারিদ্র্য। তবে ব্যবসায় উন্নতির সুবাদে এখন পরিবারে খানিকটা স্বনির্ভরতার পাশাপাশি ৪ ছেলে-মেয়েকে প্রাথমিক স্কুলে পড়াতে পারছেন। পূর্বের পারিবারিক অবস্থায় ছেলে-মেয়েকে পড়ানো তাঁদের নিকট কঠিন ছিল। তাছাড়া, আগে ৯ সদস্যের পরিবারে ন্যূনতম চাহিদানুযায়ী দৈনন্দিন জীবন জীবিকা নির্বাহ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। ঠিক তেমন পরিস্থিতিতে বিগত ২০১৯ সালে পরিবর্তন সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়নে সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় যে ২০ জন আদিবাসীকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা দেওয়া হয় তাঁদের মধ্যে কল্লনা রাণী একজন। তখন তাঁর ক্ষুদ্র পরিসরে একটা দোকান ছিল। যেখান হতে বিড়ি সিগারেট, চানাচুর, বিস্কুট, ইত্যাদি বিক্রি করা হতো বাড়ি থেকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে প্রায় ১০ হাজার টাকা মূল্যের ৩০ রকমের মালামাল পেয়ে পূর্ণ উদ্যমে মুদি ব্যবসা শুরু করেন। একই সাথে পান জর্দাও বিক্রি করা শুরু করেন। এখান হতে অর্জিত অর্থ দিয়ে বড় চোপ ঘর

তৈরি করেন কল্লনা রাণী। ধীরে ধীরে দোকানের আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। দোকানে খন্দের আকর্ষণের জন্য একটি রঙিন টিভি ক্রয় করেন। এতে গ্রামের একমাত্র দোকান হিসেবে কল্লনার মুদি ব্যবসার প্রসার ঘটতে থাকে। টিভি দেখা, পান বিড়ি খাওয়া আর প্রত্যাহিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে তাঁদের মুদি দোকানে সকাল সন্ধ্যা ভিড় লেগেই থাকে। এভাবেই ব্যবসাকে প্রধান পেশা হিসেবে গ্রহণ করে কল্লনার পরিবার এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখছে। স্বামী রনজিৎ চন্দ্র দিনমজুরের ফাঁকে ফাঁকে স্ত্রীকে ব্যবসায় সহযোগিতাও করে থাকেন। এখন তাঁদের মাসিক গড় আয় প্রায় ৮ হাজার টাকা। ভূমিহীন সহায়-সম্পদহীন কল্লনাদের ৫ শতক নিজস্ব বাড়ি ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি নেই। বাড়িতে পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা না থাকায় তাঁদের অবর্ণনীয় কষ্ট হচ্ছিল। খুব কষ্টে বাড়িতে নলকূপ স্থাপন করলেও টয়লেটের অভাবে পরিবারটিতে নাজুক অবস্থা বিরাজ করছিল। প্রাকৃতিক কার্যাদি সম্পন্ন করতে খোলা মাঠ ছাড়া উপায় ছিল না। নিজেদেরও সামর্থ্য হচ্ছিল না অন্তত রিং স্লাবের একটি টয়লেট স্থাপনের।

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের বিশেষ বরাদ্দে চলতি ২০২০ সালের জুলাই মাসে কল্লনার পরিবারে ১৪ হাজার ৩ শত টাকা ব্যয়ে একটি সেমি পাকা টয়লেট নির্মাণ করে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে কল্লনা এখন কিছুটা স্বনির্ভর এবং অধিক আত্মবিশ্বাসী। স্বামীর সাথে যৌথ উদ্যোগ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে মুদি ব্যবসার অদূর ভবিষ্যতে আরো বড় করার আশা পোষণ করেন। ৯ সদস্যের একটি পরিবার যেখানে পূর্বে অর্ধাহারে ও অনাহারে দিনাতিপাত করতে হতো সেই কল্লনার পরিবার এখন দুমুঠো মোটা ভাত-কাপড়ের জোগাড়ের ব্যবস্থা হয়েছে ও ছেলে-মেয়েকে পড়াতে পারছেন। ২ ছেলে প্রথম শ্রেণিতে, বড় মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ও আরেক মেয়ে ৩য় শ্রেণিতে পড়ে। অতীতে অভাবের কারণে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকতো। এখন তা নেই। সর্বোপরি ব্যবসায় আর্থিক কাজে বেশি সম্পৃক্ততার দরুন পরিবারে কল্লনার একটা আলাদা ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর স্বামী সংসারে যা কিছুই করেন স্ত্রীর সাথে আলোচনা করে থাকেন। এখন তিনি পরিবারে ও তাঁদের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সমাজে প্রতিবেশীদের কাছে কিছুটা বাড়তি সম্মান ও সমীহ পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়ন কল্লনার পরিবারকে আত্মনির্ভরশীলতার পথে উত্তরণের সাহস ও প্রেরণা যোগানের সাথে সাথে কল্লনার নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে।

বিএনএফ হতে কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে চাকরি পেল ফরিদপুরের ওহিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তায় ‘সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (সি.এস.এস.ডি)’ দারিদ্র্য পীড়িত ফরিদপুর জেলার শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন ভাবুকদিয়া, সদরদী, কৃষ্ণনগর, লক্ষীকোল ও বিষ্ণুদিয়া গ্রামে কাজ করে থাকে। এ সকল এলাকায় শিক্ষার হার অনেক কম। অধিকাংশ দিনমজুর, ভ্যান চালিয়ে বা অন্য কোনভাবে শ্রম দিয়ে জীবন নির্বাহ করে থাকেন। ৩০ জন ছেলে-মেয়েকে কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন এবং ১৬ জন হতদরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেককে ৬ হাজার টাকা নগদ প্রদানের লক্ষ্যে ‘কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন ও রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কবি জসীম উদ্দিন শিক্ষাবৃত্তি’ প্রদানের জন্য সি.এস.এস.ডি. বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে ৭ম পর্যায়ে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান পায়। সংস্থাটি রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ১৬ শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে ৬ হাজার টাকা প্রদান করেছে এবং কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন বিষয়ে ৩০ জনের মধ্যে ১৫ জনের ৬ মাসের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। বাকী ১৫ জনের প্রশিক্ষণ চলছে। যে ১৫ জনকে কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ৩ জন কর্মসংস্থান করতে পেরেছে।



নিশাদ ইলেকট্রনিক্সে কর্মরত ওহিদুল ইসলাম

এ ৩ জনের মধ্যে ১ জন হল ফরিদপুর জেলার সদরদী গ্রামের জনাব ওহাব মল্লিকের ছেলে জনাব ওহিদুল ইসলাম। সে বি.এ পাশ। লেখাপড়া চলাকালীন সময়ে সে চাকরি খুঁজছিল। কিন্তু সুবিধামত কোন চাকরি সে পায়নি। সি.এস.এস.ডি হতে কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ শেষ করে সে এলাকায় নিশাদ ইলেকট্রনিক্স নামক একটি দোকানে চাকরি পায়। কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার কারণে এ প্রতিষ্ঠানে তাঁর চাকরি হয়। সে এখন দরিদ্র পিতা-মাতাকে সাহায্য করতে পারছে।

বাইসাইকেল পেয়ে স্কুলে যাওয়ার আশ্রয় বেড়েছে মহেশপুরের ছাত্রীদের



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে অর্থায়নে দরিদ্র ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বাইসাইকেল বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ ও আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড. শফিকুল আজম খান চমল।

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আরডিসি) ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলায় সুবিধাবঞ্চিত এলাকার জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক সহায়তায় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় মহেশপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের ফতেপুর, রাখালভোগা, কানাইডাঙ্গা, নিমতলা, একতারপুর, কদমতলা, পুরন্দপুর, সাড়াতলা, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, বেড়েরমাঠ ও যোগিহুদা গ্রামে 'শিক্ষার মান উন্নয়নে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে

বাইসাইকেল বিতরণ' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সংস্থাটিকে ১২তম পর্যায়ে ৩ লক্ষ টাকা অনুদানের অর্থে শিক্ষার মান উন্নয়ন উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ২৯ জন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রীর মাঝে উন্নতমানের (আরএফএল দূরন্ত ২৬ ইঞ্চি 'এ' গ্রেড) বাইসাইকেল বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এতে ২৯ জন শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

গুরুতে বেইজলাইন সার্ভের মাধ্যমে উপকারভোগীদের তালিকাভুক্ত করে মাঠ পর্যায়ে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ২৯ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রী সনাক্ত করা হয়। বাইসাইকেল বিতরণের ফলে দরিদ্র ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগ্রহ বেড়েছে এবং সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। এতে করে বাল্যবিবাহ ও ঝরেপড়া রোধে সহায়ক হয়েছে। সংস্থাটি মেয়ের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে বিয়ে না দেওয়ার জন্য অভিভাবককে পরামর্শ প্রদান করে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বাইসাইকেল বিতরণ কর্মসূচিটি এলাকায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাড. শফিকুল আজম খান চঞ্চল, উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব ময়জদ্দীন হামীদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শ্বাশতী শীল, সমাজসেবা অফিসার জনাব জুলফিকার আলী, ইউপি চেয়ারম্যান জনাব সিরাজুল ইসলাম সিরাজসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ঝিনাইদহে স্বাস্থ্যসম্মত পথ খাবার বিক্রিতে ছাউনিযুক্ত কাঁচে ঘেরা ভ্যান প্রদান

ঝিনাইদহ শহরে বিভিন্ন জায়গায় খোলা পরিবেশে পথ খাবার বিক্রেতারা ছোলা, মুড়ি, পিয়াজ, চপ, হালিম ইত্যাদি বিক্রি করে থাকেন। খোলা পরিবেশে এ সকল খাবার বিক্রি করার ফলে ধুলো-বালি, মাছি, ইত্যাদি দ্বারা খাবার দূষিত হয়। পথচারী এ সকল খাবার খেয়ে তাঁরা বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে 'স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে পথ খাবার বিক্রেতাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা সেবাসংঘকে ১১তম পর্যায়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। অনুদানের অর্থে ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা 'সেবাসংঘ' ভ্যানের উপর ছাউনি এবং চারপাশে কাঁচে ঘেরা ১০টি ভ্যান প্রদান করে। এতে খাবারসমূহ পথের ধুলো-বালি, মাছি, ইত্যাদি হতে কিছুটা হলেও রক্ষা পাচ্ছে। আগে ভ্যান না থাকায় বিক্রেতাদের এ সকল খাবার তৈরির উপকরণ, জ্বালানীসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ বহন করার সুযোগ না থাকায় বা অন্য উপায়ে এ সকল উপকরণ ও জ্বালানী নিয়ে যেতে খরচ বেশি হওয়ায় অধিকাংশ ব্যবসায়ী বাড়ি হতে খাবার তৈরি করে নিয়ে যেতেন। একারণে বেশি পরিমাণ খাবার তৈরি করতেন না এবং বাড়ি হতে তৈরি করে নিয়ে যাওয়ার কারণে খাবারসমূহ ঠাণ্ডা হয়ে যেত। ফলে বিক্রিও কম হতো। এ সকল খাবার গরম গরম না হলে ক্রেতারা সাধারণত খেতে চায় না।

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খাবার বিক্রি করতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে ১০ জন দরিদ্র পথ খাবার বিক্রেতাকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১০টি নতুন ভ্যান হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি ভ্যান তৈরি করতে গড়ে ২৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া, অনুদানের অর্থে ১টি চায়ের দোকানিকেও সহযোগিতা করা হয়। ভ্যান পাওয়া ১০ জনের ২ জন অসিত কুমার সাহা ও মোঃ আমির হোসেন।



বিএনএফ হতে বিনামূল্যে ভ্যান পেয়ে খাবার বিক্রি করছেন
অসিত কুমার সাহা

ব্যাপারীপাড়া গ্রামে শেরে বাংলা সড়কে ২ ছেলে, ১ মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করেন মৃত অজিত সাহা ও মৃত ভানুমতির ছেলে অসিত কুমার সাহা। বড় ২ ছেলে শ্রমিকের কাজ করে তারা পিতার পরিবার হতে আলাদা হয়ে বসবাস করে। ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি অসিত কুমার সাহা। তিনি তাঁর বাড়ির সামনে রাস্তার পাশে পিয়াজু-চপ বিক্রি করতেন। এ সকল খাবার বিক্রি করে তেমন আয় হতো না। যা আয় হতো তা দিয়ে কোন রকম চলতো তাঁর সংসার। নিজের আয়ে সংসার চালাতে সমস্যা হওয়ায় এক ছেলেকে পড়াশুনা বন্ধ করে কাজে লাগিয়ে দেন।

ছাউনি ও কাঁচ দিয়ে ঘেরা ভ্যান পাওয়ার পর তিনি এখন ভ্যানে খাবার নিয়ে স্মৃতিসৌধের সামনে ছোলা, মুড়ি, বেগুনি, পিয়াজু, চপসহ অন্যান্য খাবার বিক্রি করেন। ভ্যানটি কাঁচ দিয়ে ঘেরা এবং আগের তুলনায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ হওয়ায় অন্যান্য দোকানের তুলনায় তাঁর দোকানে তুলনামূলক ক্রেতা বেশি আসতে থাকে। ফলে বেশি পরিমাণ খাবার বিক্রি করতে পারায় আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তিনি আগের তুলনায় অনেক সচ্ছল। যে ছেলেকে পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন সে এখন নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে পড়া শুরু করেছে। আরেক ছেলে ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। তাঁর মেয়ে কাঞ্চননগর স্কুল এন্ড কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

কাঞ্চনপুর গ্রামের মৃত আব্দুল শেখ ও মৃত কুলছুমা বেগমের ছেলে মোঃ আমির হোসেন ৫ মেয়ে সন্তানের জনক। ৩ মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ২ মেয়ে, স্ত্রী ও বিধবা বোন নিয়ে তাঁর সংসার। বোনের স্বামী মারা যাওয়ায় বোন তাঁর সংসারে থাকে। ২ মেয়ের একজন উচ্চ মাধ্যমিকে ২য় বর্ষের এবং অন্যজন অনার্স ১ম বর্ষে পড়াশুনা করে।



বিএনএফ হতে বিনামূল্যে ভ্যান পেয়ে খাবার বিক্রি করছেন
আমির হোসেন

মোঃ আমির হোসেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি বাড়ি হতে ভাজা খাবার, ছোলা-মুড়ি, ইত্যাদি তৈরি করে বাড়ি থেকে প্রায় ২ কি. মি. দূরে আরাপপুর বাস স্ট্যান্ডে নিয়ে যেয়ে এ সকল খাবার বিক্রি করতেন। তাতে যে আয় হতো তা দিয়ে দুই মেয়ের লেখাপড়ার খরচ বহন করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সংসার চালানো খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আমির হোসেনকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে সেবাসংঘের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে একটি একই ধরনের ভ্যান দেওয়া হয়। বিনামূল্যে ভ্যান পাওয়ায় আমির হোসেন খাবার তৈরির সরঞ্জাম ভ্যানে করে নিয়ে যেয়ে সুবিধাজনক স্থানে খাবার বিক্রি করতে থাকেন। টাটকা ভাজা এবং কাঁচ দিয়ে ঘেরা ধুলো-বালি মুক্ত ও কিছুটা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পাওয়ায় অন্যদের থেকে বেশি বিক্রি হতে থাকে। ফলে আয়ও বেশি হতে থাকে। এতে আমির হোসেনের দরিদ্রতা কেটে কিছুটা সচ্ছলতার সাথে জীবনযাপন করছেন এবং সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পাচ্ছেন। এ ভ্যান দেখে এলাকায় অন্যান্য খাবার ব্যবসায়ীরাও উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেরা এ ধরনের ভ্যান তৈরি করছেন।

পাঁচবিবির রুথ মার্ডিকে গাভি দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দিল বিএনএফ

জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা 'আইডিয়াল সোসিও ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আইএসডিও)' বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ২০১৭ সালে ৭ম পর্যায়ে 'দরিদ্র সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মাঝে গাভি বিতরণ' কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২.৫০ লক্ষ টাকার অনুদান পায়। অনুদানের অর্থে সহযোগী সংস্থা পাঁচবিবি উপজেলার আয়মা রসুলপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর (সাঁওতালপাড়া) ও পূর্ব কড়িয়া (সাঁওতালপাড়া) গ্রামের দরিদ্র সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ৮টি পরিবারের ৮ জন মহিলা ও পুরুষ উপকারভোগীকে বিনামূল্যে ৮টি গাভি প্রদান করে। এ ৮টি পরিবারের ১টি হলো পূর্ব কড়িয়া গ্রামের সাঁওতালপাড়ার হতদরিদ্র নারী ও দিনমজুর রুথ মার্ডি। তাঁর স্বামী বাল্লাবাস মুর্মু একজন অসুস্থ ও কর্মহীন মানুষ। তাঁদের নিজস্ব কোন জমি-জমা না থাকায় অন্যের জমিতে বছরের কিছু সময় দিনমজুরের কাজ করে খুবই কষ্টে জীবনযাপন করে থাকেন। অর্থের অভাবে ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারেননি। অর্থের অভাবে আয়ের সুযোগ করতে না পারায় পরিবারে অভাব দূর করা সম্ভব হয়নি।



নিজ গরুর সাথে রুথ মার্ডি

রুথ মার্ডি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় সহযোগী সংস্থা আইডিয়াল সোসিও ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আইএসডিও) এর 'দরিদ্র সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মাঝে গাভি বিতরণ' কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচিত হন এবং ২০১৭ সালের জুলাই মাসে বিনামূল্যে একটি বকনা গরু পান। সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাগণের পরামর্শে গরুটি সঠিকভাবে লালন-পালন করতে থাকেন। প্রথম বছরেই একটি ঐঁড়ে বাছুর এবং দ্বিতীয় বছরে আরও একটি ঐঁড়ে বাছুর হয়। গাভিটি বাচ্চা দেওয়ার পর প্রতিদিন প্রায় ২.৫০ হতে ৩ লিটার দুধ দিয়ে থাকে। নিজেরা খাওয়ার জন্য রেখে অবশিষ্ট দুধ বিক্রি করে পরিবার ও গরুর খাবার ক্রয় করতেন। তৃতীয়বার একটি বকনা বাছুর হয়। বকনা বাছুরসহ গাভিটি রেখে ঐঁড়ে ২টি ১.০৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেন। গরু বিক্রির টাকা হতে ৭৫ হাজার টাকায় রুথ মার্ডি ১৬.৫ শতাংশ জমি লিজ নেন ও অবশিষ্ট টাকা দিয়ে বাড়ি নির্মাণ এবং সংস্কার করেন। বিএনএফ এর দেওয়া একটি গরু রুথ মার্ডির স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ দেখিয়েছে এবং স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। রুথ মার্ডির গাভি পালনের সাফল্য দেখে পাড়ার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর নারী পুরুষ গাভি পালনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

কুমারখালীর তাঁত শিল্প রক্ষায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টা

কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী একটি তাঁতি অধ্যুষিত এলাকা। সাধারণ তাঁতিরা নিজেরা তাঁতে বিশেষ করে লুঙ্গি ও গামছা তৈরি করে সাপ্তাহিক হাট কুমারখালী ও পুড়াদহে বিক্রি করতেন। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বৈদেশিক পণ্য সরবরাহ ও সুতার সংকটের কারণে তাঁতিদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাধারণ তাঁতিদের পুঁজি নষ্ট হয়ে যায় ও আর্থিক সংকটে পড়ে। এর ফলে কুমারখালী ও পুড়াদহ হাটে বিক্রি কমে যায়। এ সুযোগে মহাজনরা সাধারণ তাঁতিদের পুঁজি দিয়ে লুঙ্গি ও গামছা উৎপাদন করিয়ে নিতো। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে লুঙ্গি ও গামছার চাহিদা বেড়ে যায়। একারণে মহাজনরা সারা বছর সাধারণ তাঁতিদের দিয়ে লুঙ্গি ও গামছা তৈরি করিয়ে এ উৎপাদিত পণ্য মজুদ করে রাখতো। এতে মহাজনরা লাভবান হতো। এমতাবস্থায়, সাধারণ তাঁতিদের সহযোগিতা করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ‘দুস্থ মহিলাদের তাঁতের পুঁজি ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন’ এর জন্য এ কর্মসূচি গ্রহণ করে।



তাঁতে গামছা বুনছেন আফরোজা খাতুন

এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কুষ্টিয়া জেলার ‘কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (কেপিইউএস)’কে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে ৮ম পর্যায়ে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। এ অনুদানের অর্থে ‘কেপিইউএস’ ১৮ জন তাঁতির প্রত্যেকে ৬ বাউল সুতা, সুতা রং করার খরচ, রং মিশ্রিত মজুরি, বিভিন্ন উপকরণ যেমন, মাকু, শানা, বও, পাশা, ফিটিং এর জন্য দাঁড়ি, বাঁশের তৈরি উপকরণ ও বাঁশ, ইত্যাদি প্রদান করে। এতে প্রত্যেক তাঁতিকে ১০,৮০০/- (দশ হাজার আটশত) টাকার সমপরিমাণ উপকরণ প্রদান করা হয়।

পদ্মা নদীর তীর ঘেষে কালোয়া গ্রাম। গরীব ঘরের মেয়ে আফরোজা খাতুনের বিবাহ হয় চৌদ্দ বছর আগে পার্শ্ববর্তী কালোয়া গ্রামের মতিয়ার রহমানের সাথে। গ্রামের একপ্রান্তে ছোট্ট একটি কুঠিরে আফরোজা খাতুন স্বামী এবং দুই সন্তান নিয়ে বাস করেন। স্বামীর ঘরে দুটি তাঁত ছিল। কিন্তু পুঁজির অভাবে স্থানীয় মহাজনের নিকট হতে সুদে সুতা ও রং এনে একটি তাঁতে গামছা বুনে কোন রকমে সংসার চালাতেন তাঁর স্বামী। ধীরে ধীরে সংসার বড় হতে লাগলো। একটি তাঁত চালিয়ে ছেলেদের লেখা-পড়ার খরচ মিটিয়ে সংসার চালানো কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। তারপর নিয়মিত মহাজনের ধার পরিশোধ করতে হতো। ধীরে ধীরে সুতা ও রং এর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মহাজনের নিকট হতে চড়া সুদে সুতা ও রং এনে তাঁতের কাজ চলমান রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে আফরোজার স্বামী পেশা পরিবর্তন করে দিনমজুরের কাজ শুরু করেন। কিন্তু সেকাজও নিয়মিত হতো না। ফলে আফরোজাও অন্যের

বাড়ি সুতায় মাড় দেওয়া, নলি ও ববিন ভরার কাজ করতে লাগলো। এভাবে কোন রকমে কোনো দিন একবেলা, কোনো দিন দুবেলা খেয়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছে তাঁদের।

আফরোজা জানতে পারেন কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় দরিদ্র তাঁতিদের মধ্যে বিনামূল্যে সুতা ও রংসহ অন্যান্য উপকরণ দিচ্ছে। আফরোজা একদিন স্বামীকে সাথে করে সংস্থার কার্যালয়ে এসে কর্তৃপক্ষকে তাঁদের সমস্যার কথা জানানোর পাশাপাশি তাঁদের কাজের উপযোগী তাঁত আছে বলে জানান।

পরবর্তীতে কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃপক্ষ আফরোজার বাড়ি পরিদর্শন করে তাঁকে উপকারভোগী নির্বাচন করে এবং তাঁকে গামছা তৈরির জন্য ৬ বাউল সুতা, সুতা রং করার খরচ, রং মিস্ত্রির মজুরি, বিভিন্ন উপকরণ যেমন, মাকু, শানা, বও, পাশা, ফিটিং এর জন্য দাঁড়ি, বাঁশের তৈরি উপকরণ ও বাঁশ, ইত্যাদি প্রদান করে। আফরোজা স্বামীকে সাথে নিয়ে গামছা বুনতে শুরু করেন। গামছা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে ছেলেদের লেখা-পড়ার খরচের পাশাপাশি সংসার চলছে। মহাজনকে কোন ধার পরিশোধ করতে হচ্ছে না। ফলে আয়ের সব টাকা নিজের থেকে যায়। আফরোজা এখন কিছুকিছু সঞ্চয় করছেন। কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা উপকারভোগীগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে থাকেন এবং বাজারজাতকরণ ও অন্যান্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

বিএনএফ হতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পেয়ে চাকরি পেল বগুড়ার কামরুল শেখ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার সহযোগী সংস্থা ‘মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এম.এস.ইউ.এস)’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ১০ম পর্যায়ের অর্থায়নে ‘সার্টিফিকেট-ইন কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন’ বিষয়ে ২ ব্যাচে ২২ জন ছেলে ও ১৮ জন মেয়েকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এ ৪০ জনের মধ্যে ৫ জন ছেলে বিভিন্ন কোম্পানীতে চাকরি করছে এবং ২ জন মেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ‘মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এম.এস.ইউ.এস)’ বগুড়া জেলাধীন শেরপুর উপজেলায় দীর্ঘদিন যাবৎ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও হতদরিদ্র মানুষের ভোগ্যোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১০তম পর্যায়ের অনুদানে ৬ মাসব্যাপী সার্টিফিকেট-ইন কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।



প্রতিষ্ঠানে কাজে ব্যস্ত মোঃ কামরুল শেখ

অত্র উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের ছোনকা গ্রামের জনাব মোঃ ছারোয়ার হোসেনের ছেলে মোঃ কামরুল শেখ বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা ‘মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’ হতে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তার পিতা মোঃ ছারোয়ার হোসেন একজন কৃষক। দুই ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে ৫ সদস্যের সংসার। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোঃ কামরুল শেখ একজন ছাত্র। দারিদ্র্য তাঁদের নিত্যসঙ্গী। অনাহারে-অর্ধাহারে তাদের দিন কাটতে থাকে। কিছু করার ইচ্ছা থাক সত্ত্বেও অর্থের অভাবে সুবিধামতো কিছু করতে পারে নি কামরুল শেখ। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ‘মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এম.এস.ইউ.এস)’ কর্তৃক বাস্তবায়িত সার্টিফিকেট-ইন কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের নিমিত্ত সে সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে ৬ মাসব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কম্পিউটার বিষয়ে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানোর জন্য কামরুল শেখ কাজের সন্ধান করতে থাকে। অবশেষে সে একটি দোকানে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে যোগদান করে। প্রথমে বেতন কম হলেও কাজ শুরু করে। বর্তমান বেশ ভালো বেতন পাচ্ছে। বেকার থাকাকালীন সে মানসিকভাবে ভালো ছিল না। বর্তমান পরিবার নিয়ে বেশ সুখেই আছে।

বিএনএফ হতে ছাগল পেয়ে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে ঠাকুরগাঁও এর পীরগঞ্জের আলেমা বেগমের

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার সহযোগী সংস্থা ‘সেনগাঁও ফেডারেশন’ বিএনএফ হতে ২০১৮ সালে ২.৫০ লক্ষ টাকা অনুদান পায়। অনুদানের অর্থে সংস্থাটি পীরগঞ্জ উপজেলার উপদইল, বেলদহী, হরসুয়া, বেলগুয়া, আশ্রাগরিণাবাড়ী, দানাজপুর ও দস্তমপুর গ্রামে দুস্থ ও অসহায় নারীদের প্রাধান্য দিয়ে ৩০টি পরিবার হতে ৩০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করে। নির্বাচিত ৩০টি পরিবারের প্রত্যেককে ৬/৭ মাস বয়সী দুটি করে মা ছাগল প্রদান করে এবং ছাগল পালন বিষয়ে দুই দিনের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছাগলের রোগ, ভ্যাকসিনেশন, চিকিৎসা ও লালন-পালন বিষয়ে বাস্তব ধারণা প্রদান করা হয়। ছাগল প্রদানের পর সংস্থা হতে প্রত্যেক ছাগলকে দুইবার ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।



আলেমা বেগমের ছাগল ও গরু

উপদইল গ্রামের মৃত তফরেজ আলীর স্ত্রী আলেমা বেগম বাবার ভিটায় সন্তান নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত বসবাস করছেন। ইতোমধ্যে তাঁর পাঁচ কন্যার বিবাহ দিয়েছেন। একমাত্র স্বামীর উপার্জনেই চলতো তাঁদের সংসার। স্বামী মারা যাওয়ায় অতি কষ্টে চলছিল তাঁদের সংসার। বর্তমানে পিতার দেওয়া ২৫ শতক জমিতে ঘর করে থাকা ও চাষাবাদ করে কোন রকমে সংসার চালান আলেমা বেগম; তার উপর মেয়ে, জামাই ও নাতি-নাতনী তো আছেই। আলেমা বেগম উপার্জনের জন্য কিছু একটা করার ইচ্ছা থাকলেও টাকার অভাবে কিছু করতে পারেননি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে আলেমা বেগম বিনামূল্যে দুটি মা ছাগল পেয়ে যত্নের সহিত লালন-পালন করতে থাকেন। পাঁচ মাসের মধ্যেই ছাগল দুটির দুটি করে বাচ্চা হয়। তিন দফায় মোট ১৩টি বাচ্চা হয়। একটি ছাগল নাতনীর বিয়ের অনুষ্ঠানে জবাই করেন। ছাগল বিক্রির টাকা দিয়ে তিনি একটি বকনা বাছুর ক্রয় করেন। বকনা বাছুরটিরও একটি বাচ্চা হয়। এ গাভিটি প্রতিদিন প্রায় এক থেকে দেড় লিটার দুধ দিয়ে থাকে। নিজেদের জন্য রেখে অবশিষ্ট দুধ বিক্রি করে থাকেন। এখনও আলেমা বেগমের ৫টি ছাগল আছে। দুটি ছাগল কিছুটা হলেও আলেমা বেগমের আর্থিক সচ্ছলতা এনে দিয়েছে।

বিএনএফ হতে বিনামূল্যে গাভি পেল জয়পুরহাটের মাইকেল মার্ডি



নিজ গরুর সাথে মাইকেল মার্ডি

জয়পুরহাট সদর উপজেলার চকবরকত ইউনিয়নের জনগণ আর্থিকভাবে ও যথাযথ শিক্ষার অভাবে অনেক পিছনে পড়ে আছে। নওপাড়া গ্রামে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। এ গ্রামের জনগণের মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ আর্থিক ও শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে এবং পরিবারগুলো সামাজিকভাবে অনেকটা অসহায়। বিভিন্ন কারণে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (সাঁওতাল) পরিবারসমূহ অবহেলিত এবং আর্থিকভাবেও অসচ্ছল। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (সাঁওতাল) জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় জেলার মানব সহায়ক কেন্দ্র (এমএসকে) বিনামূল্যে গরু প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এ কর্মসূচিতে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করে। এ অর্থে এমএসকে ৯টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (সাঁওতাল) পরিবারের ৯ জনকে বিনামূল্যে ৯টি গাভি প্রদান করে। প্রতিটি গাভির গড় মূল্য প্রায় ২৩ হাজার ৬ শত টাকা। গাভি পালন লাভজনক বুঝতে পারায় এলাকার জনসাধারণের মধ্যে গাভি পালনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

সদর উপজেলার মহদীপুর গ্রামের শ্রী নরেন মার্ডির পুত্র জনাব শ্রী মাইকেল মার্ডিকে ২০১৯ সালে জানুয়ারি মাসে একটি গাভি প্রদান করা হয়। গাভিটির প্রথমে ১টি, পরে আরো ১ টি বাচ্চা হয়। বর্তমানে তাঁর ৩ টি গরু আছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। মাইকেল মার্ডি গাভির দুধ বিক্রি করে থাকেন এবং নিজেরাও খেয়ে থাকেন। এতে আর্থিক সচ্ছলতাসহ সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।